সবাইকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা

ক্লাশ পরিচালনায়

নাম- খ. ম. রওশন হাবিব

পদবী- চিফ ইনস্ট্রাক্টর(নন-টেক) ম্যানেজমেন্ট

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

** চূড়ান্ত হিসাবের সংজ্ঞা(Define Final Account)

নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে যে হিসাব দ্বারা কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক চিত্র নির্ণয় করা হয় সে হিসাব সমূহকে একত্রে চূড়ান্ত হিসাব বলে।

অন্য কথায় বলা যায়, এটি এমন একটি বিবরণী যার সাহায্যে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লাভ ক্ষতি ও সঠিক আর্থিক অবস্থা জানা যায়।

চূড়ান্ত হিসাবের উপাদান গুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) উৎপাদন ব্যয় হিসাব (Manufacturing Account)ঃ কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য যে হিসাব প্রস্তুত করে তা উৎপাদন ব্যয় হিসাব।

(২) ক্রয় বিক্রয় হিসাব (Trading Account)ঃ কোন নির্দিষ্ট হিসাব কালে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য এবং ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় করে কত টাকা মোট লাভ বা লোকসান তা নির্ধারণ করার জণ্য যে হিসাব প্রস্তুত করা হয় তা ক্রয় বিক্রয় হিসাব।

(৩) লাভ-ক্ষতি হিসাব (Profit & loss Account)ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মোট লাভ লোকসান নির্ধারণ করার পর তা হতে পরিচালন ব্যয় ও বিক্রয় ও বিবিধ খরচ বাদ দেওয়ার পর নীট লাভ বা ক্ষতি জানার জন্য যে সব প্রস্তুত করা হয় তাকে লাভ ক্ষতি হিসাব বলে।

(৪) উদ্বর্ত পত্র বা উদ্বৃত্ত পত্র (Balance Sheet)ঃ চূড়ান্ত হিসাবের সর্বশেষ স্তর উদ্বর্ত প্রস্তুত। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় হিসাব, ক্রয় বিক্রয়, হিসাব, লাভ ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করার পর মোট সম্পদ ও দায় প্রদর্শনের জন্য যে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তা উদ্বর্ত পত্র। উদ্বর্ত পত্রে ডেবিট ও ক্রেডিট উল্লেখ থাকে না। এখানে বাম পার্শ্বে মূলধন ও দায় এবং ডান পার্শ্বে সম্পদ ও সম্পত্তি প্রদর্শন করা হয়।

৯.২ রেওয়ামিল ও উদ্বর্ত পত্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinguish between Trial Balance and Balance Sheet)ঃ

আপাতঃ দৃষ্টিতে রেওয়ামিল ও উদ্বর্ত পত্র দেখতে একই রকম। তবুও রেওয়ামিল ও উদ্বর্ত পত্রের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এ গুলো নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

পার্থক্য বিষয়	রেওয়ামিল	উদ্বর্ত পত্র
১। সংজ্ঞাগত	জাবেদা ও খতিয়ান তৈরি করার পর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য খতিয়ান জের হতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।	উৎপাদন ব্যয় হিসাব, ক্রয় বিক্রয় হিসাব ও লাভ ক্ষতি তৈরির পর সম্পদ ও দায় প্রদর্শনের জন্য উদ্বর্ত পত্র প্রস্তুত করা হয়।
২। উদ্দেশ্য	হিসাবে কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা তা নির্ণয় এর উদ্দেশ্য।	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায় প্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক আর্থিক চিত্র নির্ণয় এর উদ্দেশ্য।
৩। প্রস্তুত পর্ব	উৎপাদন ব্যয়, ক্রয় বিক্রয় ও লাভক্ষতি হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।	উৎপাদন ব্যয়, ক্রয় বিক্রয় ও লাভক্ষতি হিসাব প্রস্তুতের পর উদ্বর্ত পত্র প্রস্তুত করা হয়।
৪। সমাপনী মজুদ পণ্য	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওয়ামিল দেখানো হয় কিন্তু সমাপনী মজুদ দেখানো হয় না।	উদ্বর্ত পত্রে প্রারম্ভিক মজুদ ও সমাপনী মজুদ দেখানো হয় ।
৫। দলিল	এটি কোন দলিল নহে। তাই সংরক্ষণ বা নিরীক্ষণ প্রয়োজন হয় না।	এটি একটি গুরুত্ব পূর্ণ দলিল । তাই সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ প্রয়োজন ।
৬। সমন্বয় সাধন	রেওয়ামিলে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না।	উদ্বর্ত পত্রে সমন্বয় সাধন দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।
৭। প্রস্তুত সময়	রেওয়ামিল বৎসরের যে কোন সময় প্রস্তুত করা যায়।	এটি সাধারণত আর্থিক বৎসর বা হিসাব বৎসর শেষে প্রস্তুত করা হয়।
৮। নমুনা	জাবেদার ন্যায় এর ছক নমুনা।	খতিয়ানের ন্যায় এর ছক নমুনা

৮.৩ যে সমস্ত আইটেম সমূহ ক্রয় বিক্রয় হিসাব লাভ ক্ষতি এবং উদ্বর্ত পত্রে লিখা হয়।/ চূড়ান্ত হিসাবের নমুনা(Select the Items to be posted in the trading account, profit & loss account and balance sheet)

ক্রয় বিক্রয় ও লাভ লোকসান হিসাব

ডেবিট — ৩১ শে ডিসেম্বর------ — ক্রেডিট

বিবরণ	পরিমাণ	বিবরণ	পরিমাণ
প্রারম্ভিক মজুদ-------	------------------	বিক্রয়--------------- xx	---------------
ক্রয়------------x x xx x		(-) ফেরত---------- xx	
(-) ফেরত------- xxx			---------------
(-) নিজ প্রয়োজনে পণ্য উঃ xxx	------------------	সমাপনী মজুদ---- x x xx x	---------------
আমদানি পরিবহন-----	------------------	(-) মালের ক্ষতি--------- xxx	
জাহাজ ভাড়া ----	------------------	মালের ক্ষতি---------------------	--------------
আমদানি শুল্ক----	------------------		
কুলি মজুরি-------	------------------		
মজুরি--------------xx	------------------		
(+) বকেয়া/ (-) অগ্রিম--xx	------------------		
শক্তি জ্বালানি-----	------------------		
আলো ও উত্তাপ----	------------------		
কয়লা ও কোক ও জ্বালানী	------------------		
মিলের সাধারণ খরচ	------------------		
কারখানা পরিচালকের বেতন	------------------	মোট ক্ষতি লাভ লোকসান	
মোট লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তরিত হলে	x x xx x	হিসাবে স্থানান্তরিত হলে	x x xx x
	x x x x x		x x xx x

লাভ লোকসান হিসাব

ডেবিট ৩১ শে ডিসেম্বর------- ক্রেডিট

বিবরণ	পরিমাণ	বিবরণ	পরিমাণ
মোট ক্ষতি ক্রয় বিক্রয় হিসাব হতে স্থানান্তরিত হয়েছে------	----------------------	মোট লাভ ক্রয় বিক্রয় হিসাব হতে স্থানান্তরিত হয়েছে------------	

বেতন---------------------	----------------------	প্রাপ্ত সুদ---------------------	------------------
(+)বকেয়া/ (-) অগ্রিম-----	----------------------	প্রাপ্ত বাট্টা----------- X X X	------------------
অফিস ভাড়া --------------	----------------------	(+)বকেয়া------------ X X X	
অফিস খরচ--------------	----------------------	প্রাপ্ত ভাড়া--------- ---------	------------------
মজুরি --------------------	----------------------	প্রাপ্ত কমিশন-------- ---------	------------------
অফিসের আলো ও উত্তাপ--	----------------------	শিক্ষা নবিশ সেলামি-----------	------------------
বীমা সেলামি--------------	----------------------	বিনিয়োগের সুদ-------------	------------------
টেলিফোন খরচ------------	----------------------	নীট ক্ষতি, মূলধন হিসাবে	------------------
ডাক খরচ----------------	----------------------	স্থানান্তরিত হলো ------------	------------------
আইন খরচ---------------	----------------------		------------------
আপ্যায়ন খরচ-------------	----------------------		
অগ্নি ক্ষতিপূরণ------------	----------------------		
সাধারণ খরচ--------------	----------------------		
বিজ্ঞাপন খরচ------ xxx	----------------------		
(-)বিজ্ঞাপন অগ্রিম--- xxx	----------------------		
বহন খরচ---------------	----------------------		
বহির্মুখী বহন খরচ/বহি: পরিবহণ	----------------------		
প্রশাসনিক খরচ-------------	----------------------		
বিদ্যুৎ খরচ---------------	----------------------		
মেরামত খরচ-------------	----------------------		
অনাদায়ী দেনা / কু-ঋণ xx	----------------------		
(+) অতিরিক্ত কুঋণ-------- xx	----------------------		
(+) নতুন সঞ্চিতি--- xx	----------------------		
(-) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি xx	----------------------		
সম্পদের ক্ষয়/ ক্ষতি / অবচয়ন--	----------------------		
অডিট ফি----------------	----------------------		
দাতব্য নিধি-----------------			
ঋণের সুদ/ মূলধনের সুদ---	x x xxx		x x xxx
নীট লাভ, মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হলো----------	==========		=======

নমুনা উদ্বর্ত পত্র

৩১ শে ডিসেম্বর -------------

মূলধন ও দায়	পরিমান	সম্পদ ও সম্পত্তি	পরিমান
বিবিধ পাওনাদার--------	-------------	সুনাম--------------------	-----------------
কর্জ --------------------	-------------	হাতে নগদ --------------	-----------------
% ঋণ ----------- x x x	-------------	ব্যাংকে জমা--------------	-----------------
(+) সুদ যদি থাকে- x x x	-------------	সমাপনী মজুদ----- x x x	-----------------
ব্যাংক ও জমাতিরিক্ত-------	-------------	(-) আগুনে বিনষ্ট--- x x x	
প্রদেয় বিল / দেয় বিল-----	-------------	দেনাদার ----------------	-----------------
ব্যক্তিগত ঋণ---------------	-------------	(-) নতুন সঞ্চিতি----------	
সাধারণ সম্পত্তি-----------	-------------	প্রাপ্য বিল---------------	-----------------
বকেয়া দেনাঃ-		%বিনিয়োগ--------------	
উপ ভাড়া অগ্রিম(যদি থাকে)	-------------	(+) সুদ যদি থাকে---------	-----------------
মূলধন ----------- x x x		অগ্রিম খরচ --------------	-----------------
(-) উত্তোলন------ x x x		আসবাব পত্র--------------	
(-)নিজ প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন-----		(-) অবচয় (যদি থাকে)-----	-----------------
(-) আয়কর -------------		কলকব্জা ----------- ------	
(+) মূলধনের সুদ---------	-------------	(-) অবচয় (যদি থাকে------	-----------------
(+)নীট লাভ-------------		ভূমি দালান --------------	
(নীট ক্ষতি হলে মূলধন হতে		(-) অবচয় (যদি থাকে ----	-----------------
বাদ দিতে হবে)		ইজারা সম্পত্তি-- ------	
		(-) অবচয় ----------	
		নিবাপণ লিপি--------------	
	x x x x x x		x xx x x x
	========		==========

৬.৫.৩ অবচয়ের সংজ্ঞা (Define Depreciation)

ইংরেজী Depreciation শব্দটির অর্থ অবচয়। Depreciation শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Depretium শব্দ হতে এসেছে। এখানে ল্যাটিন De শব্দের অর্থ হ্রাস পাওয়া এবং Pretium শব্দের অর্থ মূল্য। সাধারণ অর্থে সম্পত্তির মূল্য হ্রাসকে অবচয় বলে।

অন্য কথায় বলা যায়, সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে বা কালের বিবর্তনে, সরাসরি সংস্পর্শে, বাজার মূল্যের স্থায়ী পতনে উক্ত সম্পত্তির গুণ, পরিমান ও মূল্যের যে হ্রাস ঘটে তাকে অবচয় বলে।

(১) এ সম্পর্কে জে. আর. বাটলিবয় বলেন, ''সম্পত্তির ব্যবহার জনিত ক্রমিক মূল্য হ্রাসকে অবচয় বলে।''

(২) মইনুদ্দিন খানের ভাষায়, "Depreciation may be defined as the permanent and continuing diminution is the quality as value of an assets."

(৩) William Pickles বলেন, "Depreciation may be defined as the permanent and continuing diminution in the quality, quantity or value of an asset."অর্থাৎ "ব্যবহার জনিত জীর্ণতা, কালাবর্তন, অপ্রচলন ইত্যাদি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য কারণের ফলে সম্পত্তির গুণ, পরিমান বা মূল্যের যে চিরতন বা অবিরাম ক্ষয় বা হ্রাস ঘটে তাকে অবচয় বলে।''

(৪) এইচ. এ. ফিন্নি বলেন, "সম্পত্তির বিনিয়োগকৃত মূল্যের অবচয়কে অবচিতি বলে।''

৯.৫.৩ অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্য(State the objects of depreciation.)

কোন সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে এর গুণ, পরিমান ও মূল্যের স্থায়ী হ্রাসকে অবচয় বলে। অবচয় ধার্য ছাড়া সম্পত্তির প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। তাই যে সমস্ত কারণে অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১। প্রকৃত মুনাফা নিরূপণ ঃ সম্পত্তির চিরতন ও অবিরাম ক্ষয়ের ফলে কারাখানের যে লোকসান হয় তা লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট না করলে সঠিক মুনাফার পরিমান জানা যায় না।

২। প্রকৃত আর্থিক অবস্থার ঃ উদ্বৃত্ত পত্রে সঠিক ভাবে সম্পত্তি না দেখালে সম্পত্তি ও দায় অধিক মূল্যে দেখান হয়। ফলে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা পাওয়া যায় না।

৩। করদার নির্ণয়ঃ আয়কর কর্তৃপক্ষ অবচয় ভাতা মঞ্জুর করে থাকে। সঠিক আয়কর নির্ণয় করতে হলে অবচয় ধার্য প্রয়োজন।

৪। সম্পত্তি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করাঃ সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে ঐ সম্পত্তির জীবনী শক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়। ফলে কারখার প্রতিষ্ঠান চালু রাখা প্রয়োজনে নতুন সম্পত্তি ক্রয় করতে হয়। এর জন্য অবচয় ধার্য প্রয়োজন।

৫। আইনগত বিধানঃ আর্থিক নিরাপত্তা ও ভবিষ্যত স্থায়িত্বের কারণে কোম্পানি আইনে লভ্যাংশ বিতরণের পূর্বে সম্পত্তির অবচয় ধার্য করা বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে।

৯.৫.৩ অবচয় বার্ষের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা।

অথবা যে সমস্ত কারণে অবচয় সৃষ্টি হয় ?

অথবা অবচয় কেন ধার্য করা হয়?

১। ব্যবহারজনিত ক্ষয় ঃ সম্পত্তি, যেমনঃ দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্র, ইত্যাদির ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে উক্ত সম্পত্তি গুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ফলে অবচয় সৃষ্টি হয়।

২। অকেজোতা ঃ প্রযুক্তি গত পদ্ধতি উন্নতির ফলে নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়। ফলে পুরাতন যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে। এর জন্য অবচয় ধার্য করতে হয়।

৩। সময়ের গতিঃ ইজারাধীন সম্পত্তি, গ্রন্থ স্বত্ব ও পেটেন্ট রাইট ইত্যাদির ন্যায় সম্পত্তির গুলি নির্দিষ্ট সময় পর মূল্যহীন হয়ে পরে। সে জন্য অবচয় ধার্য করা হয়।

৪। সরাসরি সম্ভোগঃ যেমনঃ পেট্রোল, কয়লা ও লৌহ খনি ইত্যাদি উত্তোলনের ফলে শেষ হয়ে যায়, তাই অবচয় ধার্য করা হয়।

৫। বাহ্যতাঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি ক্রয় করা হলে কিছু সম্পত্তি অকেজো অবস্থায় থাকে। ফলে ঐ সম্পত্তি গুণ, পরিমান ও মূল্য হ্রাস পায়। সে জন্য অবচয় ধার্য করা হয়।

১। স্থির কিস্তি পদ্ধতি ঃ যে অবচয় পদ্ধতিতে অবচয়ের পরিমান প্রতি বৎসর সমান ভাবে ধার্য করা হয় তাকে স্থির কিস্তি পদ্ধতি বলে। এরূপ পদ্ধতিতে প্রতি বৎসর একই পরিমান অর্থ লাভ লোকসান হিসাবে ডেবিট করা হয়।

স্থায়ী কিস্তি পদ্ধতি হলোঃ

$$D = \frac{V-S}{N}$$

এখানেঃ D = Depreciation অবচয়
V = Value of the Assets সম্পত্তির মূল্য
S = Salves Value or Scrap Value. অবশেষ মূল্য
N = Number of Years or Estimated life. সম্ভাব্য আয়ুকাল

**** স্থির কিস্তি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।**

সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সহজ পদ্ধতিঃ স্থির কিস্তি পদ্ধতি সহজ সরল প্রকৃতির, এ পদ্ধতিতে প্রতি বৎসর একই হারে অবচয় ধার্য করা হয়। তাই এটি সহজ পদ্ধতি।

(খ) সমান কিস্তিঃ এ পদ্ধতিতে অবচয় কিস্তি পরিমান সমান হয় বলে ভুল এড়ানো যায়।

(গ) অবশেষ মূল্য ঃ এ পদ্ধতি অবচয় ধার্যের বলে আয়ুকালে শেষে সম্পত্তির মূল্য অংকের কোঠায় পৌছে।

অসুবিধাঃ

(ক) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ঃ স্থায়ী সম্পত্তি নতুন অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম পাবে কিন্তু পুরাতন হলে বেশি হয় তা বিবেচিত হয় না।

(খ) সম্পত্তি সংযোজনঃ যদি সম্পত্তির অতিরিক্ত সম্পত্তি সংযোজনের প্রয়োজন হয় তবে অবচয় নির্ধারণ সম্ভব হয় না।

(গ) মূলধনের মূল ঃ এ পদ্ধতিতে মূলধনের মূল বিবেচিত হয় না।

৯.৫.৩ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি(Demnishing balance method)

এ পদ্ধতিতে প্রতিবছর পূর্ববর্তী বছরের অবচয় বাদ দিয়ে সম্পত্তির যে মূল্য বা জের থাকে এর উপর শতকরা হারে অবচয় ধার্য করা হয়। এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়ঃ কোন স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০ টাকা নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ১০ বছর। এখানে ১০,০০০/= টাকাকে ১০ বৎসর দিয়ে ভাগ করলে অবচয় ১,০০০/=টাকা পাওয়া যায়।

তাহি ১ম বছর অবচয় ১,০০০/-টাকা।

২য় বছর ১০,০০০ -১,০০০ = ৯,০০০/১০ = ৯০০/=

৩য় বৎসর ৯,০০০ - ৯০০=৮,১০০/১০= ৮১০/=

(এখানে ভগ্নাংশের মূল্য বিবেচনা করতে হবে)

৯.৫.৩ বার্ষিক সম কিস্তি পদ্ধতি ঃ (Annutity method.)

এ পদ্ধতিতে সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যয় হয় তা লগ্নি হিসাবে ধরা হয়। এ লগ্নির সুদ সম্পত্তির মূল্যের সাথে যোগ করা হয়। ফলে সম্পত্তির হিসাবে অবচয় ধার্য করার সময় এর সুদকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অবচয় ধার্যের এ নীতির উপর ভিত্তি করে সমকিস্তি পদ্ধতি প্রবর্তীত হয়েছে।

সম্পত্তির ক্রয় মূল্য ও সুদ হতে নির্দিষ্ট পরিমান অবচয় বাদ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে অবচয়ের পরিমান সব সময় একই থাকে তাই একে সমকিস্তি বলে।

সুবিধাঃ

(ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিঃ আধুনিক বিশ্বে ক্রমবির্বর্ধমান চাহিদার সহিত তাল মিলিয়ে বার্ষিক সমকিস্তি পদ্ধতি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

(খ) বিনিয়োগ বিবেচনাঃ এ পদ্ধতিতে সম্পত্তি ক্রয়কে বিনিয়োগ বিবেচনা করা হয় এবং এর প্রয়োজনীয় সুদ যোগ করে এ পদ্ধতিকে আধুনিক ও গ্রহণীয় পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়।

অসুবিধাঃ

(ক) জটিল ব্যয় বহুলঃ এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই জটিল তাই সহজে এর প্রয়োগ করা যায় না।

(খ) আয়ুষ্কালঃ সম্পত্তির আয়ুষ্কাল পূর্বে হতে নির্ধারণ সম্পত্তির আয়ুষ্কাল পূর্বে হতে নির্ধারণ করা না গেলে এর প্রয়োগ বেশ জটিল ।

(গ) বিনিয়োগ সুদঃ এ পদ্ধতিতে অবচয় ও সুদ সবসময় একই থাকে কিন্তু প্রতি বৎসর সম্পত্তির মূল্য কমতে থাকে। তাই পদ্ধতিটি বেশ জটিল।

(ঘ) পরিশুদ্ধক আডার পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে প্রতিবৎসর যে পরিমান অর্থ লাভ লোকসান হিসাব হতে অবচয় হিসাবে সরানো হয় এবং তা অন্যত্র বিনিয়োগ করা হয়।

উদাহরণ ১। জনাব বাদলের নিম্নলিখিত রেওয়ামিল হতে ২০০৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ক্রয়, বিক্রয় হিসাব ও লাভ লোকসান হিসাব এবং ঐ তারিখে উদ্বর্তপত্র তৈরি কর। বরিশাল বো-০৬

রেওয়ামিল
৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৫

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
হাতে নগদ------------	৫,০০০/-	মূলধন----------------	৩৫,০০০/-
সুনাম---------------	২৫,০০০/-	ব্যাংক জমাতিরিক্ত--------	৭,০০০/-
ইজারা সম্পত্তি(১০ বৎসর)	১৫,০০০/-	বিবিধ পাওনাদার--------	২০,০০০/-
আসবাব পত্র-----------	১২,০০০/-	পণ্য বিক্রয়-------------	৯০,০০০/-
উত্তোলন------------	৩,০০০/-	ক্রয় ফেরত-------------	২,০০০/-
মজুদ পণ্য(১-১-২০০৫)	৫,০০০/-	শিক্ষা নবিশ সেলামি-------	৮০০/-
বিবিধ দেনাদার--------	২৫,০০০/-	বিনিয়োগের সুদ---------	৪০০/-
মজুরি---------------	৩,০০০/-	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি-----	৫০০/-
বেতন---------------	৫,০০০/-		
বীমা সেলামি----------	৪,০০০/-		
ক্রয়----------------	৪০,০০০/-		
অফিস ভাড়া----------	২,০০০/-		
বিনিয়োগ ১০%--------	১০,০০০/-		
অফিস খরচ----------	১,৫০০/-		
অনাদায়ী দেনা--------	৫০০/-		
	১,৫৬,০০০/-		১,৫৬,০০০/-

সমন্বয়ঃ(ক) ৩১-১২-২০০৫ তারিখে পণ্যের মজুদের মূল্য ২৪,০০০/- ক্রয় মূল্য ২২,০০০/- টাকা।

(খ) মজুরি ও বেতন যথাক্রমে ৫০০/- ও ৪০০/- বকেয়া রয়েছে এবং অগ্রিম বীমা সেলামি ৬০০/- অগ্রিম প্রদান হয়েছে।

(গ) বিবিধ দেনাদারের উপর ৫% হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি গঠন করতে হবে।

(ঘ) বিনিয়োগের উপর পূর্ণ বৎসরের সুদ ধরতে হবে।

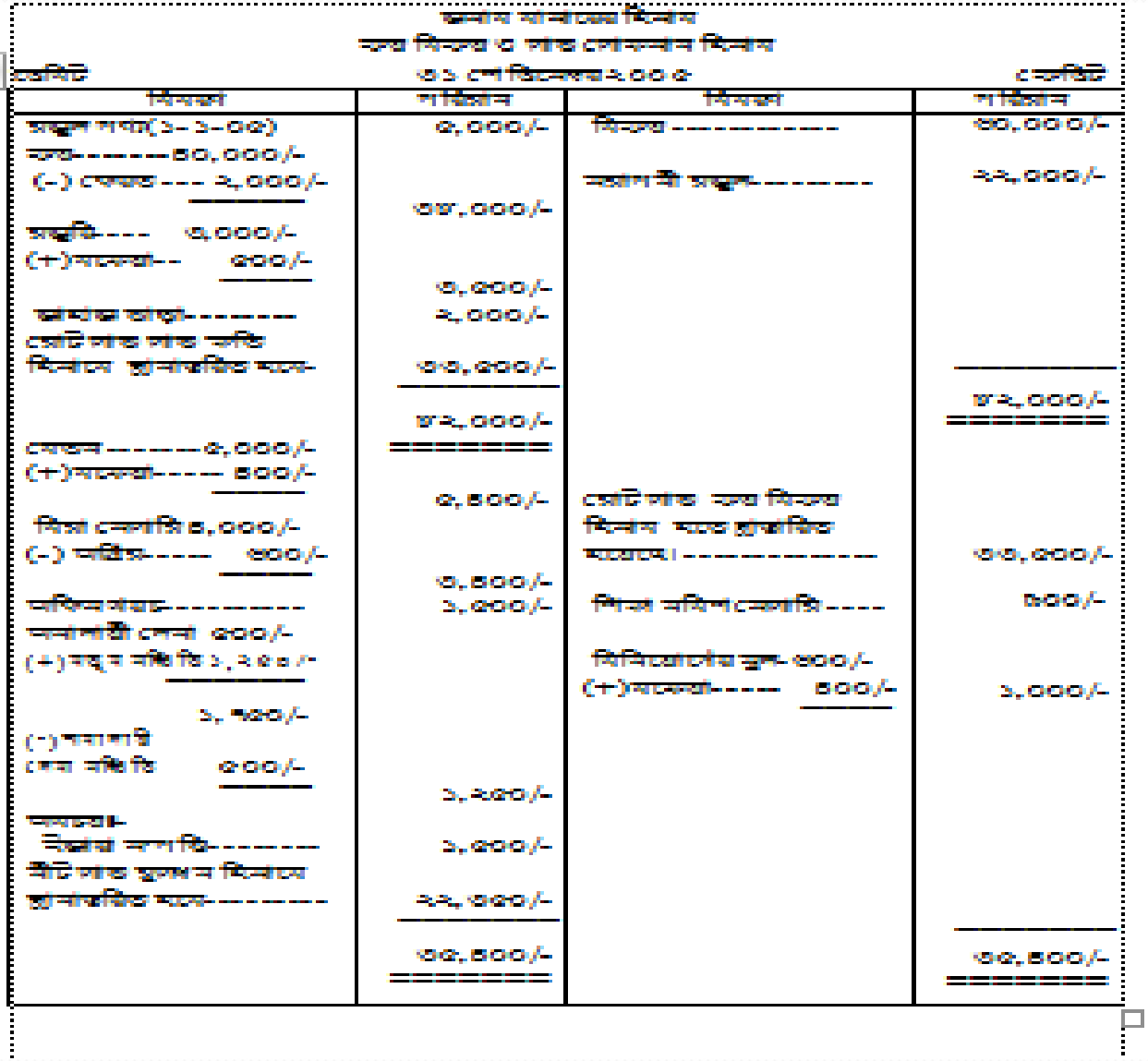

জনাব আবারের হিসাব

ক্রয় বিক্রয় ও লাভ লোকসান হিসাব

ডেবিট — ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৫ — ক্রেডিট

বিবরণ	পরিমান	বিবরণ	পরিমান
মজুদ পণ্য(১-১-০৫)	৫,০০০/-	বিক্রয়------------	৬০,০০০/-
ক্রয়------৪০,০০০/- (-) ফেরত--- ২,০০০/-	৩৮,০০০/-	সমাপনী মজুদ--------	২২,০০০/-
মজুরি---- ৩,০০০/- (+)বকেয়া-- ৫০০/-	৩,৫০০/-		
কারখানা ভাড়া-------	২,০০০/-		
মোট লাভ লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত হলো-	৩৩,৫০০/-		
	৮২,০০০/-		৮২,০০০/-
বেতন------৫,০০০/- (+)বকেয়া---- ৪০০/-	৫,৪০০/-	মোট লাভ ক্রয় বিক্রয় হিসাব হতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ------------	৩৩,৫০০/-
বিমা কোম্পানি ৪,০০০/- (-) অগ্রিম---- ৬০০/-	৩,৪০০/-	প্রাপ্ত কমিশন কোম্পানি----	৯০০/-
বিবিধ খরচ---------	১,৫০০/-	বিনিয়োগের সুদ-৬০০/- (+)বকেয়া---- ৪০০/-	১,০০০/-
অনাদায়ী দেনা ৫০০/- (+)নতুন কুঋণ ১,২৫০/- ১,৭৫০/- (-)পুরাতন দেনা সঞ্চিতি ৫০০/-	১,২৫০/-		
অবচয়- যন্ত্রপাতি--------	১,৫০০/-		
নীট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হলো--------	২২,৩৫০/-		
	৩৫,৪০০/-		৩৫,৪০০/-

অনাথ আশ্রমের হিসাব
উদ্বর্ত পত্র
৩১শে ডিসেম্বর ২০০৪

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পদ ও সম্পত্তি	টাকা
বিবিধ পাওনাদার----	২০,০০০/-	সুনাম--------------	২৫,০০০/-
ব্যাংক জমাতিরিক্ত---	৭,০০০/-	হাতে নগদ----------	৫,০০০/-
বকেয়া দেনাঃ		সরকারী সঞ্চয়------	২২,০০০/-
বেতন+মজুরি		বিমা কোম্পানি পাওনা---	৩০০/-
(৫০০+৪০০)	৯০০/-	১০% বিনিয়োগ ১০,০০০/-	
মূলধন---- ৬৫,০০০/-		(+) সুদ বকেয়া ৪০০/-	
(-) উত্তোলন ৩,০০০/-		---------	১০,৪০০/-
---------		বিবিধ দেনাদার ২৫,০০০/-	
৬২,০০০/-		(-) বকেয়া নাতির ফি ১,২৫০/-	
(+) নীট লাভ ২২,৩০০/-		---------	২৩,৭৫০/-
---------	৮৪,৩০০/-	আসবাবপত্র ---------	১২,০০০/-
		ইমারত সম্পত্তি-১৫,০০০/-	
		(-) অবচয়---- ১,৫০০/-	
		---------	১৩,৫০০/-
	১,১২,২০০/-		১,১২,২০০/-
	=========		=========

নোটঃ

১। হাতে সরকারী সঞ্চয় ত্রুটিবশতঃ দর্শিত হয়েছে। এর সাথে সংশোধিত করা হয়েছে।

২। বিনিয়োগের সুদ হিসাবে ৬০০/- টাকা দেখানো হয়েছে। মোট সুদ পাওনা ১,০০০/- টাকা(১,০০০- ৬০০) =৪০০/- সুদ বকেয়া রয়েছে।

৩। ইমারত সম্পত্তিতে ১০ বৎসরের উপযোগিতা আছে, মোট দাম ১৫,০০০/- টাকা, উক্ত টাকাকে ১০ বৎসর দিয়ে ভাগ করে এক বৎসরের অবচয় ধার্য করা হয়েছে।

সমাধান ঃ

রেওয়ামিল
৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৯৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট	ক্রেডিট
	মূলধন------------------			৫১,৬০০/=
	দালান কোঠা------------		১২,০০০/=	
	কলকব্জা---------------		৮০০০/=	
	মজুরি------------------		৩,০০০/=	
	বিবিধ দেনাদার----------		২৭,০০০/=	
	মজুদ মাল (১-১-৯৫)------		৫,৫০০/=	
	ব্যাংক জমাতিরিক্ত--------			৭,৫০০/=
	ক্রয়--------------------		৩৭,০০০/=	
	আসবাবপত্র-------------		৪,৫০০/=	
	মেরামত----------------		২,৫০০/=	
	সাধারণ খরচাবলি--------		২,৪০০/=	
	বিক্রয়------------------			৪৪,০০০/=
	বহিঃ ফেরত-------------			৩,৫০০/=
	আন্তঃ ফেরত------------		৪,০০০/=	
	প্রদেয় বিল--------------			১০,০০০/=
	প্রাপ্য বিল--------------		৯,০০০/=	
	বেতন------------------		৩,০০০/=	
	বাট্টা------------------		২,৩০০/=	
	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি----			৩,১০০/=
	ভাড়া------------------		২,২০০/=	
	বিজ্ঞাপন খরচ-----------		২,৫০০/=	
	১০% বিনিয়োগ----------		১০,০০০/=	
	ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ--		২,১৫০/=	
	বিবিধ পাওনাদার--------			২২,০০০/=
	নগদ তহবিল------------		২,২৫০/=	
	জলযান ভাড়া-----------		২,৪০০/=	
			১,৪১,৭০০/=	১,৪১,৭০০/=

কোন কিছু জানার থাকলে

বা কোন প্রশ্ন

সবাইকে ধন্যবাদ